অব্রাম কীভাবে ধার্মিক গণিত হলেন ?

আদিপুস্তক ১৫.১-৬ পদ

১৪ অধ্যায়ে আমরা একাধিক ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। প্রাচ্যের ৪ রাজার বিরাট সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মধ্য- প্রাচ্যের ৫ সহরের রাজার যুদ্ধ, এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ঐ সমস্ত সহরের প্রজারা বন্দি হয়ে প্রাচ্যের উদ্দেশে যাত্রা করতে বাধ্য হয়, লোট ও তার পরিবারও বন্দি হতে বাধ্য হয়। অব্রাম এই সংবাদ পেয়ে মাত্র ৩১৮ জন দেহরক্ষী ও ইমোরীয় ৩ বন্ধু কে নিয়ে তাদের পিছনে তাড়া করেন এবং মহান আশীর্বাদে তাঁর বিপক্ষরা অব্রামের হাতে সমর্পিত হয় (২০ পদ)। এইভাবে জয়লাভ করে অব্রাম যখন বন্দিদের উদ্ধার করে ফিরে আসেন, তখন শাবী তলভূমিতে অব্রামের সঙ্গে সদোমের রাজা বিরা এবং শালেমের রাজা মল্কীষেদক দেখা করতে আসেন। অব্রাম সর্বসমক্ষে সদোমের রাজার উপঢৌকন বর্জন করেন কিন্তু ঈশ্বরের যাজক মল্কীষেদককে সমস্ত বিষয়ের দশমাংশ উপহার দেন। অর্থাৎ ১৪ অধ্যায়ে উল্লেখিত প্রতিটি ঘটনার জন্য অব্রাম আমাদের প্রশংসা পেতে পারেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা তথা সেই বিশ্বাস অনুসারে অব্রামের আচরণ আমাদের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছে।

অব্রামের এমন বিশ্বাসের প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৫ অধ্যায়ে ঈশ্বর পুনরায় তাঁকে দর্শণ দিয়েছেন। এই দর্শণের দ্বারা ঈশ্বরের যে বাক্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তার প্রথমটি হল “ভয় করিও না।” ঈশ্বরের এই আশ্বাস-বাণী আমাদের একটি চিন্তায় ফেলে। কারণ ঈশ্বরের এই কথার মধ্যে পরিষ্কার যে অব্রাম ভয় পেয়েছে। কিন্তু অব্রামের ভয় পাবার কারণ কী? তা জানার জন্য, সেই সময় অব্রামের মানসিক পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধে জয়লাভের জন্য অভ্যর্থনার পর্বও শেষ, লোকজনের ভিড় আর নেই;রাতের (৫ পদ) অন্ধ কারে খোলা আকাশের নিচে অব্রাম একা, তিনি মনে মনে ঘটনা প্রবাহের মূল্যায়ণ করছেন, তাঁর চোখে ঘুম নেই। সেই যুদ্ধে তাঁর জয়লাভ বাস্তব হলেও, তা বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ সেই বিরাট সৈন্যদলের কাছে অব্রামের ৩১৮ জন দেহরক্ষী প্রায় কিছুই নয়। একদিকে, অব্রাম যখন এই অসম্ভব সাধনকারী ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ; অন্যদিকে, তাঁর হৃদয়ের কোনে একটা আশাঙ্কা দানা বেঁধেছে) অসম্ভব কিন্তু বার বার সম্ভব নয়।” সাধারণত, বড় কোন ঘটনা ঘটে যাবার পর এমনটিই হয়ে থাকে। অব্রাম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, সম্মানের সঙ্গে জয়লাভও করেছেন; কিন্তু এখন তিনি ভয় পেয়েছেন। “বোকারা যুদ্ধের আগে ভয় পায়, কিন্তু সাহসীরা জয়লাভের পর।” এলিয় ভাববাদীর জীবনেও একই ঘটনা ঘটেছিল। বালদেবের ৪৫০ জন ভাববাদীকেখড়্গের দ্বারা বধ করতে এলিয়ের হাত যদিও কাঁপেনি, কিন্তু সে সমস্ত শেষ হবার পর এলিয় ঈষেবলের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে যান, এমন কি ঈশ্বরের কাছে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত প্রার্থনা করেন (১ রাজা ১৮,১৯)।

অব্রামের এই ভয় পাবার পিছনে আমরা দুটি কারণ উল্লেখ করতে পারি। (১) জাগতিক ভয়) অব্রাম চিন্তা করছেন যে, অসম্ভব বারংবার ঘটে না। প্রাচ্যের সেই বিরাট সৈন্যদল যদি পুনরায় আক্রমণ করে, তাহলে কী হবে? কেবল তাই নয়, সদোমের রাজার সঙ্গে হাত না মিলিয়ে, সর্বসমক্ষে অব্রাম তাকে অপমানিত করেছেন। অব্রাম কি তা ঠিক করেছেন? কিংবা সদোমের রাজা যে সমস্ত উপঢৌকন অব্রামকে দিতে চেয়েছিল, তা বর্জন করা কি অব্রামের ঠিক হয়েছে? এই সমস্ত চিন্তা ও প্রশ্ন অব্রামের মনে ভয় তৈরী করেছে। অন্যদিকে, (২) ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রোম) ঈশ্বর যখন দর্শণযোগে অব্রামের কাছে তাঁর বাক্য শক্তির সঙ্গে উপস্থিত করেন, অব্রাম ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ভয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা অনুভব করেন। যোহন যখন পাট্ম দ্বীপে আত্মাবিষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বাধ্য হয়েছিলেন ভয় পেয়ে মরার মত প্রভুর পায়ে পড়তে (প্রকা ১:৯,১০,১৭); দানিয়েলও যখন হিদ্দেকল মহানদীর তীরে প্রভুর দর্শন পান, তখন তিনি সমস্ত বল হারিয়ে ফেলেন ও ভয়ে কাঁপতে থাকেন (দানিয়েল১০:৪,৮-১৪)।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

অব্রামের এমন মানসিক পরিস্থিতিতে ঈশ্বর যখন তাঁকে দর্শণ দিলেন, তখন প্রথম কথাটি হল, "ভয় করিও না।" বাইবেলে আমরা বারংবার ঈশ্বরের এই কথা বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাই। তাঁর প্রজাদের ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে ঈশ্বর তাঁর আশ্বাসবাণী তাদের দিয়েছেন। পাট্‌ম দ্বীপে যোহনকে (প্রকা ১:১৭);হিদ্দেকল মহানদীর তীরে দানিয়েলকে (দানি ১০:১২); বেরশেবাতে ইস্‌হাককে (আদি ২৬:২৪); অয় নগর বিনাশের আগে যিহোশূয়কে (যিহো ৮:১) ইত্যাদি।

কেবল তাই নয়, ঈশ্বর অব্রামকে আরও বললেন, "আমিই তোমার ঢাল ও তোমার মহাপুরস্কার।" এই ধরণের আশ্বাস-বাণী আমরা বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাই। "ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও বল। তিনি সঙ্কটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়" (গীত ৪৬:১); "সদাপ্রভু . . . মম শৈল, মম দূর্গ ও মম রক্ষাকর্তা" (২ শমূ ২২:২-৩; গীত ১৮:২); "সদাপ্রভু আমার বল ও আমার ঢাল" (গীত ২৮:৭);ইত্যাদি। একে আমরা "ঈশ্বরের অদৃশ্য প্রতিরক্ষা" বলতে পারি। এ হল এমন প্রতিরক্ষা যা কেবল খ্রীস্ট বিশ্বাসই উপলব্ধি করতে পারে।

ঈশ্বরের এই কথা অব্রামের ভয়কে দূর করলেও, তাঁর হৃদয়ের যে চিন্তাটি তাঁর চোখ থেকে ঘুম কেঁড়ে নিয়েছে, আজ এতদিন পর অব্রাম একাকী ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করলেন। ঈশ্বর অব্রামকে আহ্বাণ করেছেন, তিনি তাঁর দ্বারা এক মহাজাতি উৎপন্ন করার কথা বলেছেন, পৃথিবীতে ধুলির ন্যায় তাঁর বংশবৃদ্ধি করার কথাও বলেছেন (১২:২; ১৩:১৬)। কিন্তু প্রায় ১০ বৎসর পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অব্রাম এখনও পুত্র সন্তানের অধিকারী হননি। হিতোপদেশে বলা হয়েছে, "আশাসিদ্ধির বিলম্ব হৃদয়ের পীড়াজনক" (হিতো১৩:১২)। তাই, সাধারণ মানুষ হিসাবে অব্রামের এই চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। অব্রাম তাঁর মনের এই চিন্তাকে আর চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি ঈশ্বরকে তাঁর মনের চিন্তা বা সন্দেহের কথা জানালেন। এতকাল কেবল ঈশ্বর বলেছেন, এবং অব্রাম শুনেছেন ও তা পালন করেছেন। কিন্তু এই প্রথম অব্রাম ঈশ্বরকে প্রশ্ন করছেন। অব্রাম বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে, তাঁর মনের কথা অবিকলভাবে ঈশ্বরকে জানালেন, *"আমার বয়স তো যথেষ্ট হল, আমি এখনও সন্তানের পিতা হতে পারলাম না। আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। আমি যখন মরে যাব, তখন দম্মেশক থেকে ক্রয় করে আনা আমার ক্রীতদাস ইলীয়েষর আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে। তুমি কেন আমায় সন্তান দিলে না?"* (২-৩)।

আপনি কখনও একাকী ঈশ্বরের সঙ্গে এমন কথোপকথন করেছেন? আপনি কি কখনও আপনার মনের ভয়, সন্দেহ ও একাকীত্বের কথা ঈশ্বরকে জানিয়েছেন? অব্রাম ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছে, কিন্তু দশ বৎসর পেরিয়ে যাবার পরও যে সমস্যার সমাধান হয়নি, তা হল অব্রামের পিতৃত্বের অধিকার। এই কথা অব্রাম আর কাউকে বলতে পারেন না। তাই, যথা সময়ে তিনি সেই কথা ঈশ্বরকে জানাচ্ছেন। অব্রাম ঈশ্বরকে বলতে চাইছেন, *"তুমি যা বলেছ, আমি তার সমস্তই বিশ্বাস করি। কিন্তু পিতা হতে আমার অক্ষমতা তোমার কার্য সাধনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার সাহায্য ছাড়া আমি এক মুহূর্তও চলতে পারছি না। আমার অভিজ্ঞতা তোমার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসের পথে বাধা হয়েছে।"*আমরাও একইভাবে আমাদের মনের কথা ঈশ্বরকে জানাতে পারি। কারণ, ঈশ্বর আমাদের উপলব্ধি করেন। তিনি আমাদের সমস্ত ভয় বা সন্দেহের অবসান করেন।

ঈশ্বরের কাছে অব্রামের এই অকপট স্বীকারোক্তি ঈশ্বর ভালোবাসলেন, তিনি তাঁকে জানালেন, *"তোমার ক্রীতদাস ইলিয়েষর তোমার উত্তরাধিকারী হবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরষে জন্মিবে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হবে"* (৪ পদ) । ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞার প্রতি অব্রাম কী করবেন? ঈশ্বর অব্রামকে ঘরের বাইরে আনলেন, রাতের খোলা আকাশ দেখতে বললেন এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা পুনরায় উল্লেখ করে বললেন, *"তুমি যে তারাদের গুণতে পার না, তাদের ন্যায় তোমার বংশ হবে"* (৫ পদ)। অব্রাম কী করবেন?

একদিকে, নিষ্ঠুর বাস্তব; অন্যদিকে ঈশ্বরের মহান প্রতিজ্ঞা। অব্রাম জানে তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, স্ত্রীরও যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তাছাড়া, একথা প্রমাণিত সত্য যে সারী বন্ধ্যা। অব্রাম ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিগত ১০ বৎসর

যাবৎ বাধ্যতার জীবন যাপন করে চলেছেন। কিন্তু এখনও সে পিতা হয়নি। ক্রীতদাস ইলিয়েসর তাঁর পরিবারে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ফেলেছে। প্রতিবেশিরা একেই অব্রাহামের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। অব্রাম এই বাস্তব সত্যকে কীভাবে অস্বীকার করবেন?

অন্যদিকে, খোলা আকাশের তারাদের দেখে অব্রাম উপলব্ধি করেছেন, অব্রামের কাছে যিনি এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি কে? যে তারাদের সংখ্যা গণনা অব্রাহামের পক্ষে অসম্ভব, ঈশ্বরই তাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর পক্ষে কি অব্রামকে সন্তান দেওয়া অসম্ভব? যে ঈশ্বর তাঁকে এত ধন-সম্পত্তি দিয়েছেন, তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি কি তাঁকে একটি সন্তান দিতে পারেন না? যদিও সেই আশাসিদ্ধিতে বিলম্ব তাঁর হৃদয়কে পীড়িত করেছে। অব্রাম এই দুই বিপরীত বিষয়ের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবেন? যুক্তিবাদীদের ন্যায় বাস্তবকে স্বীকার করে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে অস্বীকার করবেন;না-কি অসম্ভবকে যিনি সম্ভব করেন, সেই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করবেন?

বাইবেল বলে, *"অব্রাম সদাপ্রভুর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করলেন"*(৬ক)। বাইবেল আরও বলে, *"সদাপ্রভু অব্রামের এই বিশ্বাস ধার্মিকতা বলে গণনা করলেন"*(৬খ)। পৌল তাঁর রোমীয় পত্রের ৪ অধ্যায়ে এই বাক্যের লম্বা আলোচনা করেছেন (৪:৩)। অব্রাম তাঁর সৎ কাজের দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিকগণিত হননি। সৎ কাজের কথা চিন্তা করলে, অব্রামের পক্ষে লম্বা তালিকা উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল) । ঈশ্বরের কথায় পৈত্রিক বাটি ত্যাগ করা, লোটকে প্রথমে দেশ পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া, প্রাচ্যের রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা ও জয়লাভ, যুদ্ধ-জয়ের লুঠ দ্রব্যের একটিও গ্রহণ না করা, ঈশ্বরের যাজক মল্কীষেদককে দশমাংশ দান করা, ইত্যাদি। কিন্তু এত সমস্ত সৎ কাজের জন্য বাইবেলে কোথাও অব্রামকে ধার্মিক গণিত হবার কথা বলা হয়নি। (যাকোব ২ অধ্যায়েও যে কর্মের কথা বলা হয়েছে, তা হল মুখে কেবল বিশ্বাসের কথা বলা নয়; কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস অনুসারে কাজ; যাকোব ২:২১-২৫ পদ)। অব্রাম প্রথমে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিলেন, যার দ্বারা তিনি ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক গণিত হয়েছিলেন। এই যে বিশ্বাসের দ্বারা তিনি ধার্মিকগণিত হলেন, সেই বিশ্বাস অনুসারেই অব্রাম যে কাজ করেছিলেন, তা হল, ইস্হাককে উৎসর্গীকরণ।

অব্রাম ধর্মীয় নিয়ম পালনের দ্বারাও ধার্মিক গণিত হননি। অব্রামের জীবনে ত্বকচ্ছেদপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা এর অনেক পরে ঘটে। ব্যবস্থা বা বিধান তখনও দত্ত হয়নি। স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট মণ্ডলীকে দুটি ধর্মীয় সংস্কার বা নিয়ম দিয়েছেন)। বাপ্তিষ্ম ও প্রভুর ভোজ। আমরা এতে অংশগ্রহণের দ্বারা ঈশ্বরের চোখে কেউ ধার্মিকগণিত হতে পারি না। কিন্তু খ্রীস্টে যে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ধার্মিকগণিত হই, সেই বিশ্বাসের প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে আমরা বাপ্তিষ্ম ও প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণ করি।

অব্রামের এই বিশ্বাস যে নিখুঁত ছিল, তা বলা কঠিন। এর আগে আমরা দেখেছি, তিনি কীভাবে নিজের স্ত্রীকে ভগিণী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।আবার পরের অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে স্ত্রীর কথা শুনে অব্রাম দাসী হাগারের মাধ্যমে সন্তান উৎপন্ন করতে ব্রতী হয়েছেন। আমরা আমাদের কোন যোগ্যতার দ্বারাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিকতা অর্জন করতে পারি না। তাই, বাইবেলে একে অনুগ্রহ দান বলা হয়েছে (ইফি ২৮-১০)। যদিও আমরা কেউ এ পাবার যোগ্য নই, তথাপি আমাদের প্রয়োজন থাকায় তিনি তা আমাদের দিয়ে থাকেন। তিনিই আমাদের হৃদয়ে (সমস্ত যুক্তির বিপরীতে) তাঁর প্রতিজ্ঞায় প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন করেন ও অনুগ্রহে আমাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন।